অমৃতবাজারপত্রিকা

৩ ভাগ | ৩রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন৭৭সাল ১৬ই জুন ১৮৭০খৃঃ অব্দ | ১৮সংখ্যা

অমৃতবাজারপত্রিকা।

৩রা আষাঢ়বৃহস্পতিবার

যশোর বাসীগন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব লিগাল রিমেম্ব্রান্সার হইয়াছেন ও বার্টন সাহেব আমাদের মাজিষ্ট্রেট থাকিয়া গেলেন।

হাইকোর্ট কর্ত্তৃক একটি গুরুতর আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। মফঃস্বল সিবিল কোর্টে এযাবৎ নিয়ম ছিল যে, যে পর্য্যন্ত ডিক্রি জারি না হইবে, সে পর্য্যন্ত ডিক্রিদার ওয়াসিলেত সমেত শত করা বার্ষিক বার টাকা সুদ পাইবে। এই রূপ কোন বিশেষ আইন নাই, তবে বহুদিন এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কোর্টে এটি আইন স্বরূপ গণ্য হইত। হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে, এত উচ্চ হারে সুদ পাইবার হুকুম থাকিলে ডিক্রি দারদের ডিক্রি জারিকরিতে বিলম্ব করার সম্ভব, কারণ এই সুদেই তাহারা সচরাচর টাকা খাটাইয়া থাকে। অতএব মফঃস্বল বিচারপতিদিগের যে বার টাকাই সুদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এমন নহে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা ন্যায্য বোধ হয় তাহাই তাহারা করিবেন।

গত মাসে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে [illegible] বিক্রীত হইয়াছে [illegible] গড় পড়তা করিয়া [illegible] তেছে। বাঙ্গলায় ।।২ সের চাউল [illegible] সের গোম; উ, প, প্রদেশে। [illegible] সের গোম ও ।১। সের চাউল; মধ্য প্রদেশে ।৯ সের গোম ও ।০। সের চাউল; অযোধ্যায় গোম ।৮ ও চাউল ।৩ সের; পঞ্জাবে গোম ।৩।। সের; মান্দ্রাজে চাউল ।৪।। সের; বোম্বাইয়ে গোম ৮।। ও চাউল ৭।। সের; এবং সিন্ধু প্রদেশে গোম ।১ ও চাউল ৯ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

নীল কুঠিয়ালদিগের এবার বড় দুর্ব্বৎসর। বিস্তর জমি আবাদ হয় নাই, যে সকল চারা বাহির হইয়াছে তাহাও আবার বৃষ্টি অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। ফরিদপুর, যশোর ও কৃষ্ণনগরে এত কম নীল হইয়াছে যে খরচ পোষাইবে কি না সন্দেহ। ত্রিহুত ও ছাপড়ায় নীলের অবস্থা কতক ভাল, কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে অনেক চারা মরিয়া যাইতেছে।

আম্বলা ষ্টেসনে একটী কুপ খনন হইতেছে। উহা দুই শত হাতেরও অধিক গভির করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও কেবল বালি উঠিতেছে। এই নিমিত্ত সকলে অনুমান করিতেছেন যে আম্বলা কোন পুরাতন নদীর খাদের উপর অবস্থিত। আরো কত হাত কাটিলে যে জল উঠিবে এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই। কলের সাহায্যে এই কূপ খনন হইতেছে। এইরূপ গভীর কুপকে " আরটিসান ওয়েল ,, বলে। ইহা হইতে ফোয়ারার ন্যায় অতি পরিস্কার ও পবিত্র বারি উত্থিত হয় এবং কখন ২ জল কুপ ছাড়াইয়াও মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে ২০।৩০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। এই সকল কুপ প্রায় কখন শুস্ক হয় না এবং জল অনবরত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এই রূপ একটি কুপ কলিকাতার সমস্ত লোকের জল যোগাইতে পারে। লণ্ডন ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং ইউনাইটেড ষ্টেটসে এই রূপ কতক গুলি কুপ আছে।

লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, " কলিকাতায় গণেশ সুন্দরীর [illegible] আন্দোলন হয়। [illegible] কাণ্ডপুরে অস্মদ্দেশীয় বাবু আপনাদিগের পরিবারদিগকে বিদ্যা [illegible] ও শিল্প কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য খৃষ্টান স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতায় এরূপ অমানুষিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় বাঙ্গালিরা একটি সভা করেন। তাহাতে এই ধার্য্য হইল যে, " আমরা আপন পরিবারদিগের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিতে সম্মত নই। তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে। ,, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিদিগকে সিলেক্ট মকিটির সভ্য করা হইল। তাহাদিগের কার্য্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগকে দেওয়া হইবে ও তাহারা পুস্তকাদি স্থির করিবেন। সুচারুরূপে কার্য্য নির্দ্ধারণ করণাভিলাষে এক জন সম্পাদক স্থির হইল। বৎসরে পরীক্ষা হইবে এবং উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিরূপ উন্নতি হইল তাহার এক খানি তালিকা দিতে হইবে।,,

---

অমেরিকায় ১৮২৭ অব্দে মাসাচুসেটস প্রদেশে প্রথম রেলয়ের সূত্র পাত হয়। এক্ষণে সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল সংস্থাপিত হইয়াছে। এক ইলিনয়ে ৭১৮৬ মাইল, পেনসিলভানিয়ায় ৬৪১৪, নিউ ইয়র্কে ৫০০০ মাইল ও কালিফোর্ণিয়ায় ২৩০০ মাইল রেলওয়ে বসান হইয়াছে। আরো ২৫০০০ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ১৮৫২ অব্দে বোম্বাই হইতে টানা পর্য্যন্ত প্রথম রেলগাড়ী চালিয়াছিল দুই মাস হইল বোম্বাই ও কলিকাতা বহু যত্নে রেলওয়ে দ্বারা সংলগ্ন হইয়াছে ও এক্ষণে ৬৭ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ে পৌছিতে পারা যায়। অর্থাৎ এই আঠার বৎসরে এত অর্থ ব্যয় করিয়া কেবল ৪৫০০ মাইল রেল ওয়ে করা হইয়াছে আমেরিকায় শুদ্ধ গত বৎসর ৬৫৮৮ মাইল রেলওয়ে সংস্থাপিত হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষে আঠার বৎসরে যাহা হইয়াছে, এখানে এক বৎসরে তাহা অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বেশী কাজ হইয়াছে!

এবার [illegible] স্থানে স্থানে আমের [illegible] হইতেছে। কোন [illegible] মুকুলের হেতু [illegible] পারিলে সমাজের বিস্তর উপকার সম্ভাবনা। তাহা হইলে বারো মাস আম পাওয়া যায়। কোন কোন গাছ স্বাভাবিক বারো মাসিয়া থাকে। লোকে বলে যে আমের গাছ অকালে মকুলিত হইলে যাহার গাছ তাহার সর্ব্বনাশ হয়। বাঁশের ফুল লইয়াও লোকে ঐ রূপ বলিয়া থাকে, যে, যেবার বংশ মকুলিত হয়, সেবার মন্বান্তরা হয়; আর এই রূপ নাকি শত বর্ষ অন্তর এক এক বার বাঁশের ফুল হইয়া থাকে। জোন্স সাহেব ১৮৩৬ সালে কৃষি সভায় বলেন যে, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাঁশের ফুল হয় ও প্রত্যেক বৃক্ষে ৪ হইতে কুড়ি শের অতি উত্তম (ধান্যের অপেক্ষা উত্তম) চাউল হয়, ও তাহার কুড়ি বৎসর

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

পূর্ব্বে আবার ঐ রূপ বংশ হইতে ফশস্য পাওয়া গিয়াছিল। বাঁশ যে রূপ গায় গায় হয় তাহাতে প্রত্যেক বৃক্ষে গড়ে বার শের করিয়া সুক্ষ্ম চাউল হইলে একটী ঝাড়ে বিস্তর তণ্ডুল হইবার সম্ভব। কুড়ি বৎসর অন্তর হয়, তবে কেন বৎসর বৎসর হবেনা? যিনি এই রূপে, বংশকে বৎসর বৎসর মুকুলিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন তিনি জগতের মহৎ উপকার [illegible]ন।

মৃত রাজা ইন্দুভুষণ দেবরায়ের পোষ্য পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, সুতরাং তাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে যাইতেছে। যশোরের কলেক্টর সাহেব তাঁহার সেরেস্তাদারকে নলডাঙ্গায় প্রেরণ করিয়া মৃত রাজার সম্পত্তির একটী তালিকা আনাইয়াছেন। এখন নিয়মমত মেনেজার ইত্যাদি নিযুক্ত হইবে। আমরা শুনিতেছি খাজ্রাগোদা কুটীর ডিভারিন্ সাহেব ও খুলনিয়ার রেলী সাহেব মেনেজারীর জন্য প্রার্থী হইয়াছেন। আমরা বিশেষ রূপে অবগত আছি যে ডিভা[illegible] সাহেবের সহিত মৃত রাজার সদ্ভাব [illegible]ল না। এবং ডিভারিন সাহেব মেনেজারি পাইলে তাঁহার নিজের স্বার্থ অনেক উদ্ধার করিতে পারেন। নলডাঙ্গার সন্নিহিত ও রাজার এলাকার মধ্যে তাঁহার একটী নীল কুটী আছে। রাজার সহিত বিবাদ থাকায় উহা এত দিন বন্দ ছিল। এখন তিনি নলডাঙ্গার কর্ত্তা হইলে উহা আপনা আপনি জাঁকিয়া উঠিবে।।

নলডাঙ্গার রাজ সম্পত্তির জন্য সাহেব মেনেজার হওয়ার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। হাজার টাকা মাসিক বেতনের কমে এক জন ইংরাজ থাকবেনা। কিন্তু রাজার প্রায় সমুদয় বিষয়ই পত্তনি দেওয়া আছে। অষ্টমের দুই লাটের এক জন মোক্তার যশোরে বসাইয়া প্রায় সমুদয় রাজকর আদায় করিতে পারেন। আমাদের মতে নলডাঙ্গার মেনেজরির উপযুক্ত পাত্র বাবু গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়। গোপী বাবু রাজ সরকারের এক জন পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। পূর্ব্বে বহুকাল হইতে যশোরে তিনি রাজার মোক্তার ছিলেন। ইদানাং রাজা তাঁহাকে রাজবাটীর এক রূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দুই শত টাকা মাসিক বেতন দিলে যথেষ্ট হইবে।

এক শত বৎসর পুর্ব্বে।

তখন ইংরেজেরা কেবল বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিকারী হইয়াছেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির প্রভুত্ব কেবল স্থাপন হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়রা এই সময় ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করে, এমন কি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আক্রমণ ও লুঠ পাঠ করিয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট এরূপ ভীত হন যে কলিকাতা গভীর গড় কাটিয়া বেষ্টন করেন। এখন পর্য্যন্ত এই গড়ের চিহ্ন স্থানে ২ দেখা যায়। এই সময় জন ফরেষ্টর নামক জনেক ইংরেজ ফোর্ট উইলিয়াম ও কলিকাতাস্থ কৌন্সিল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। কৌন্সলে আরো পাঁচ জন সভ্য ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কর্ম্মচারীগণ নিজ বয়ে ব্যবসায় করিতে পারিতেন। ইঁহাদের বেতন এত কম ছিল যে তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হইত না, অথচ জিনিস পত্রের মুল্য এত সস্তা যে টাকায় দুই মন উত্তম চাউল ও কুড়িসের লবন বিক্রীত হইত। পাঁচ টাকায় এক জন খানসামা ও কোচম্যান পাওয়া যাইত এবং এক জন খেতমৎগার ও বেহারার বেতন তিন টাকার বেশী ছিল না। এত অল্প বেতন দেওয়ার ফল এই হইত যে কর্ম্মচারীগণ গবর্ণমেণ্টের কাজ ফেলিয়া নিজ ব্যাবসায়ের উন্নতি চেষ্টা করিত এবং কখন ২ দেশীয় ব্যক্তি দিগের সহিত যোগ দিয়া যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয়, তাহাও করিত। গবর্ণমেণ্ট রাইটার দিগের বেতন বার্ষিক ৪00 টাকা মাত্র ছিল, এমন কি ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন, তখন তিনি মাসে ৩00 টাকার বেশী পাইতেন না। জন সোর সাহেব (পরে ইনি লড টাইন মাউথ উপাধি পান) যখন ১৭৬৭ অব্দে প্রথম রাইটার হইয়া ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাহার বেতন মাসে আট টাকা মাত্র ছিল। সার টমাস মনোর ১৮৮0 অব্দে সৈন্যের "কেডেটের,, পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন এবং তাহার বার্ষিক বেতন ৯৬ টাকা মাত্র ছিল। ইনি ইংলণ্ডস্থ কোন বন্ধুর নিকট আপনার দুরবস্থা এই রূপ বর্ণন করিয়া লেখেন " আমি মোটে আটটি টাকা বেতন পাই। ইহার ছয়টি টাকা ধোপা, খানসামা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় চাকরের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়। আমার খোরাক ও পোষাকের নিমিত্ত কেবল দুটি টাকা থাকে।,, আর এক স্থলে তিনি লেখেন " ভারতবর্ষে পদার্পণ করা বধি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম ও দৈন্যতার অশেষ যন্ত্রণা আমার ভোগ করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ দৈন্যতা আমার সহচর স্বরূপ হইয়াছে॥ আমার একটি বালিশ কিনিবারও সংগতি নাই, একখানি পুস্তক শিরে দিয়া নিদ্রা যাইতে হয়। কয়েক খানি বাঁশের খুটার উপর তক্তা ফেলিয়া শয়ন করিতে হয়। ইংলণ্ড হইতে যে কোটটী আনিয়াছিলাম শুদ্ধ তাহাই গায় দিয়া রাত্রে শীত নিবারণ করিতে হয়, কিন্তু ইহা এত ছোট যে পা ঢাকিতে গিয়া মাথা অলগা হইয়া পড়ে ও মাথা ঢাকিতে গিয়া পা অলাগা হইয়া পড়ে। যাহা হউক সর্দ্দি লাগিবার ভয়ে আমি পা আলগা রাখিয়া মাথাই ঢাকিয়া থাকি।,, ইংরাজেরা তখন যে সকল গৃহে বাস করিতেন তাহাও অতি কদর্য্য ছিল। ইহা প্রায় সেতা ও গুদমের ন্যায় ছিল এবং উহাতে বাতাস প্রবেশ করিতে পারিত না।

[illegible] রাইটারেরা কাজে তাচ্ছিল্য দেখায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে আফিসের নিকটই বাসা করিতে হইত। কিন্তু বেতন স্বল্প বিধায় ইহারা অনেক সময় নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম গাফিলি করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নানা পন্থা দেখিত। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত রাইটার শ্রেণীর উপর একেবারে বিরক্ত হইয়া যান ও বোড অব ডাইরেক্টরের নিকট ইহাদের বিরূদ্ধে লেখেন। বোড অব ডাইরেক্টর ইহাতে এই রূপ হুকম দেন " সিবিলিয়ান রাইটারগণকে যেন অনবরত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখা হয়। ইহাদের যে কেহ কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাচ্ছিল্য দেখাইবে তাহাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হয়। ইহারা নিজ স্বার্থ সাধনার্থ নানা স্থানে পালকি চড়িয়া গমনাগমন করে, অতএব এই আদেশ হইল, কোন সিবিলিয়ান রাইটার পালকি চড়িতে পারিবে না।,, শুদ্ধ পালকিতে ইহারা চড়িতে পারিতেন না এমন নয়, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ও ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল! এই সময় ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইংরেজদের যে জাহাজের ভাড়া দিতে হইত তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। শুদ্ধ একজন ভদ্রলোকের দশ হাজার টাকা এবং স্ত্রী পুরুষ হইলে পনর হাজার টাকা দিতে হইত। ফরবস সাহেব তাহার ওরিয়াণ্টাল মিময়ারস নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এক ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করিয়া তাহার পরিবার ইংলণ্ডে পাঠান!

তখনকার ইংরাজদের নীতিজ্ঞান তত প্রবল ছিল না। ইহারা প্রকাশ্য রূপে মাতলম ও বেশ্যা গমন করিতেন। ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অতি অল্প সংখ্যক এ

ানে ছিলেন সুতরাং অধিকাংশ ইং রেজেরাই এই দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের সহিত কুৎসিৎ ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে ইংলণ্ড হইতে ভদ্র মহিলা গণ এদেশে আসিয়া বেশ্যা বৃত্তি দ্বারা বিপু ল অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইত। ১৭৫৪ অব্দে মিস ক্যাম্বেল নামক একজন ইংরে জ মহিলা এই রূপে অনেক টাকা লইয়া যায়।

মিউনিসিপালিটী।

আমাদের বরাবর ইচ্ছা যে মিউনি সিপাল পদ্ধতি ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানে প্রচারিত হয়। লোকে নিজের শাসন নি জে করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, মিউনিসিপা ল পদ্ধতির দ্বারা সেইটী ক্রমে ক্রমে শিখি তে পারে। প্রথমে যখন গবর্ণমেণ্ট এই পদ্ধতি প্রচলন করেন, তখন এই উদ্দেশ্য টাই প্রধান ছিল। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে পৃথিবীর তাবত স্থানে মিউনিসিপাল পদ্ধতির দ্বারা বিস্তর উপকার হইতেছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও অনেক ব্যয়ের ভার কমিতে পারে। বাঙ্গালার তাবত নগরই প্রায় নিতান্ত অপরিষ্কার ইহার নিমিত্ত নগরে রোগের অত্যন্ত প্রদুর্ভাব। নাগরি কেরা আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা, ও নগর পরিষ্কার করিবে এই গবর্ণমেণ্টের অভি প্রায়।

কিন্তু এই অভিপ্রায় কি সফল হই তেছে? মিউনিসিপাল পদ্ধতির উপর কা গজে দেখিয়া যে রূপ ভক্তি হয়, লোকের কি আর সেরূপ আছে! আমাদের দেশে র কি দুর্ভাগ্য! পৃথিবীর উত্তমোত্তম যত পদ্ধতি এখানে ইংরাজেরা আনিয়া রোপণ করেন, আর দেশের এমনি গুণ যে সমু দায়ে বিষ ফলে। কলিকাতার মিউনি সি পালিটী লোকের চক্ষের বিষ। হাবাড়ার মিউনি সিপালিটীও সেই রূপ। ঢাকায় সম্প্র তি ২০ টাকা নিরিখ হইয়াছে। এইরূপে মিউনি সিপালিটীর নাম শুনিলে লোকে এখন চমকিয়া উঠেন।

মিউনিসিপালটী লোকের সম্পত্তি না গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি! যদি উহা গবর্ণমেণ্টের হইত তবে এত অত্যাচার হইত না, যদি উহা শুদ্ধ লোকের হইত তবে অত্যাচার হইত না। উহা না লোকের না গবর্ণমেণ্টের। গবর্ণমেণ্ট নির্বিঘ্নে লোককে কোন কায করিতে দি বেন না, অথচ গবর্ণমেণ্টের মুখে শুন যে ভা রতবর্ষে লোকে সকল বিষয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের মুখ পানে তাকায়! ভারত বর্ষীয়েরা স্বাধীন ভাবে কোন কায করে তাহা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয়। মিউনি সিপালটী লোকের নিমিত্ত সৃষ্টি হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অমনি ভাগ লইতে পাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত। নাগরিকেরা যে কর দিবে তাহা নাগরিকেরা সাব্যস্ত করিবেনা, মাজিষ্ট্রেট করিবেন, নগরের কি কি উন্নতি করিতে হইবে, তাহা না গরিকেরা বুঝেন না মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় বুঝিতে পারে ন। কাযেই ভাল লোক মিউনিসিপালটি তে প্রবেশ করিতে চাহেনা ও প্রথমে প্রবেশ করিলে আস্তে আস্তে অবসৃত হয়। কাযেই লোকে মিউনিসিপালটীর উপর ক্রমে বিরক্ত হইয়া যায়। সর্ব্বত্রই নি নিথ বেশী, আর যদি মিউনিসিপালিটীর কর্তৃত্ব শুদ্ধ বাঙ্গালিদের হাতে থাকিত তবে এরূপ কখন হইত না। আমাদের রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রিগণের, নূতন কর স্থা পন করিবার এক মাত্র উপায় ব্যয় বা ড়ান। সমুদায় টাকা গুলি ব্যয় না করি তে পারিলে আর নূতন কর স্থাপন ক রিতে পারেন না। আমাদের মিউনিসি পাল চেয়ারম্যান দিগের ও ঐ স্কুলে পড়া। ইহারা সাধারণত দরিদ্র লোকদি গের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বৃথাব্যয় করিয়া উহা উড়াইয়া দেন। দেশীয়েরা এক ভূমির কর দিয়া থাকে, সময় মত না দিতে পারিলে বড় হয় কিছু শুদ লাগে! এ বৎসরের টাকা আর বৎস র দেয়, কিন্তু মিউনিসিপাল কর দিতে বিলম্ব পড়িলে অমনি তাহার বাড়ী বিক্রয় হয়।

মিউসিপাল পোলিসের ভার নাগরি ক দিগের কুলাইতে হয়, কিন্তু তাহারা নাগরিক দিগের অধীন নয়। এটী ভারি অন্যায় ও ইহার নিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণে সকলে অসন্তুষ্ট। আদবে ইহারা মোটে না থাকে সে এক, কিন্তু থাকিয়া নাগরিক দিগের বেতন ভুক হইয়া তাহাদের উ পর কর্তৃত্ব করে।

NOTICE.

THE Committee of the British Indian Association hereby convene a Public Meeting of the Native Inhabitants of Bengal at the Town Hall of Calcutta on Saturday, the 2nd July next, at 3 P. M. for the purpose of considering the propriety of memorializing His Grace the Secretary of State for India on the subject of the proposed withdrawal of State assistance from English Education in this country.

JOTEENDRO MOHUN TAGORE,
honorary secretary
British Indian Association

CIVIL SERVICE SYSTEM.—An Assistant to a Magistrate is but a raw beardless youth, fresh from England, who is paid by Government to learn his business at the expense of the people- Medical students first prepare their hands and acquire a knowledge of anatomy by applying their knives on dead bodies. Young lawyers are never trusted by the people with important cases but it is very different with the Civil Servants of Government. He is to deal with realities and hundreds of wrongs must be committed before he can properly be trained to sit as an unobjectionable Hakim in the Judicial or Criminal bench. After a very short experience he is transfered to a subdivision with independent charge aud large powers, and placed amongst Mookteers and Amlas superior to him in experience and knowledge of law and customs of the country, if not in natural intelligence. He is to administer justice and take down the depositions of the commonest people in a language which he knows very imperfectly. He is surrounded by a class of people whose business it is to confound anb puzzle him, and it is but natural that, bewildered, befooled and without any experience of the same class at home, he should naturally come to the conclusion that "they are all rogues alike" and form an opinion of the whole people by the standard of Mookteers and Amlahs.

The Additional judges of Bengal are generally, of course with certain honorable exceptions, an infliction to the people, the subordinate Judges and a burden to the state. Equally powerful with the zillah judges to do good or mischief, he is but an ignorant lawyer, more ignorant than the Pleaders and the subordinates who serve under him. A zillah Judge goes home on Furlough and returns after a long period, forgetting all, if any, he had learnt in the country of its laws and customs. Government must maintain him, and he is retained as an Additional Judge. A stupid Magistrate serving for a long period, is found unfit by the Government and is removed to the Judicial Bench. A Civil and Sessions Judge commits unpardonable blunders, and he is degraded to augment a class of Officials, who would be harmless enough if mere pensioners of Government, but as we said above, their power to do mischief is ample.

A Zillah Judge again is but an experienced Magistrate or a good detective. He is more fitted to sit as sessions Judge in criminal cases. Of civil law he is expected to know nothing, but what he subsequently acquires by a long experience. Let it be borne in mind, that this experience is acquired at the expence of the people and Government. A contemporary makes the following judicious remarks:—

"THE great blot in the system of Indian administration, is the fact that, in all departments, men learn their work at the expense of the Government and the people, and as soon as they begin to know their work, they are transferred to a new sphere, where the process is repeated. This is the real purport of the cry for the separation of the Judicial and Executive services,—a cry which has agitated the official mind for the last thirty years, but which is still, we fear, as far as ever from a satisfactory solution If work is worth doing at all, it would seem a simple truism to say that those who are trained to do it will do it better, *caeteris paribus*, than hose who are not. Yet every district in India can tell of an active Collector, who had mastered his districts, being turned into an inefficient Judge or of the efficient Judge promoted to be sedentary Commissioner. And so the system goes on, until, as a climax we find the finances of an Empire with a revenue of fifty millions sterling, and a population of countless millions of different races, made over to a minister of positively no financial experience whatever."

A beardless Moonsiff turns out a subordinate Judge in his old age after a rigid training of 20 to 30 years, and is placed under the subordination of an executive officer of great experience. This is in fact a mockery of justice. Two of the Justices of the Highest Tribunal in the Empire, have given their evidence in favor of Native Judges and that ought to be conclusive. As a Deputy Magistrate is never considered qualified to sit on the Judicial bench, even if he happens to be a very intelligent and excellent officer, so a Civil Judge must enter the service as a Moonsiff. As to the emoluments of such Civil Moonsiffs we have nothing to say. Government may pay them as high as it pays the Assistant Magistrates, what we contend for is simply this, that the Zillah Judges are in accordance with the present system oftentimes placed in a very awkward position, having to deal with subordinates more clever and experienced than themselves. They must at least go through the same ordeals their subordinates had to pass through.

THE CONTEMPLATED MEETING—The 2nd of July is destined to be a remarkable day for the Natives of Bengal. We shall prove on that day that as a nation we live. We shall prove that we have a heart to feel and a head to think. We have taken a deep slumber, we must now rub our eyes and look around us.

We have a fine country and she is worth every sacrifice at our hands Providence has not deserted us, He never deserts any one, certainly not the weak and oppressed. We are oppressed, there is no doubt of that, need we not be even thankful for it? Oppression imparts a political life to the oppressed, it sharpens and rouses their highest feelings, and unites the stragglers into one common bond. It our Government had all along adopted the policy of obliging the Natives by favors and goodness, approved by the wisest thinkers of England, the progress of India would have been thrown centuries behind; but as it is, we welcome oppression and political commotion, its inevitable result. We shall more easily leap across the barriers which stand opposed to our progress, if smart blows are now and then applied on our backs.

Lord Mayo who professes to be so fond of firmly establishing Her Majesty's authority in the country, ought to know that oppression and despotism are not the best and surest way to do it. A national wrong augments the number of Her Majesty's enemies and washes away a great part of the attachment people feel for her sacred person. One national wrong neutralizes the good effect of thousand favors. To cry against high education is to toll the death knell of Native advancement, and is it possible that Natives will tamely submit to such an inhuman treatment? Government may succeed now because it is strong in bayonets, but the deep mortification and indignation of the Natives now compressed into their hearts by spasmodic efforts may at a future period bnrst forth like a volcano. But will Government succeed? We hope, both for our and Government's sake, not. We hope that our paternal Government will not be allowed to succeed by a Higher authority, to soil its hand by the murder of its children.

The time and place for the contemplated meeting have been very judiciously selected. The British Indian Association has a bad name which though certainly false, renders it less powerful than it could have been. Certain Europeans cry it down as a Zeminder's Association and some of our foolish countrymen without understanding the motive of the cry, apishly join in it. It is true that the Zemindars lead the Association, which they shall continue to do as long as money and land do not lose their influence in the world, but it is to be proved that they have ever served their own interest at the expence of the people, or have forgotten to lend their assistance to the Ryots when they needed it. Let the people first form an Association of their own and then they can cry down the Zemindars and then the Zemindars will be free to seek their own interests. It is our paramount duty to streng then the only political body we have in the country. We must show by a satisfactory demonstration that the feeling of disapprobation and indignation is not only universal but strong. The intended blow has been aimed at the most tender and vital part of the nation, and we must show how the whole nation has been alarmed and moved.

The citizens of Jessore held a partial meeting last sunday, and they meet again next sunday, which, it is expected will be largely attended by the Zemindars and the people. They purpose to send a nominee to the Central Committee at Calcutta and are ready to subscribe any amount, if necessary, that may be reasonably demanded from them. Other cities and towns are stirring themselves to lend their assistance to the British Indian Association. But we would feign urge our country to be a little more active, though we think it is quite unnecessary in such a cause as this. It is not an ordinary business which calls them to action, but a cause which is dearer to them than their lives. That the citizens of all the important towns of Bengal shall meet to impart strength to the Central

Comittee, we make no doubt; but we hope that the residents of subdivisional [...]ns and inhabitants of important vil[...]es, will also show that they feel as [...]ongly on the subject. Let it be borne in mind that the conclusions arrived at and resolutions passed in the Muffsil meetings, must reach the British Indian Association before the 2nd of July.

---

২ "বিদ্যার বিদ্যায় হইল দোষ,,।

"একটী উপমা,, শির্ষক প্রস্তাবে শিক্ষা দর্পণ সম্পাদক লিখেন "বিরাল পাতের কোলে বসুক মেউ মেউ করুক কাঁটা কুঁটী খাউক. কিন্তু সিবিল সর্বিসে মুল বাড়াইলে অমনি চপটা ঘাত।,, সিবিল সর্ব্বিসটী ইংরাজ দিগের পৈতৃক সম্পত্তি উহাতে কেহ হাত বাড়াইলে তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনা লাগে। ১৮৫৪ শালের পুর্ব্বে সিবিল সর্ব্বিসের কর্ম্ম গুলি ডাইরক্টর দিগের নিজ হাতে ছিল, তাহারা যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দিতেন সেই পাইত। উক্ত শালে আমাদের কুগ্রহ বশত ইংরাজেরা উদারচিত্ত হইলেন, হইয়া সর্ব্বিসের দ্বার সাধারণের নিমিত্ত উদ্ঘটিতকরিয়াদিলেন। ১৮৫৮ শালে সিবিল সর্ব্বিশ কমিশনারগণ পরীক্ষা তত্ত্বাবধায়নের ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে উচ্চ বয়স ২৪, ১৮৫৯ শালে ২২, ও ১৮৬৬ শালে ২১ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৬৪ শালে আর একটী পরিবর্ত্তন হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষাটী অগ্রে এই খানে হইত কিন্তু উক্ত শালে নির্দ্ধারিত হইল যে প্রথম পরীক্ষার পরে আর দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। ৫৮ শালে ৬৭ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, তাহার মধ্যে ২১ জনকে, ৬০ শালে ১৫৪ জনের মধ্যে ৮১ জনকে, ৬২ শালে ১৭১ জনের মধ্যে ৮২ জনকে ও সে দিন যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় ৫০০ জনের মধ্যে ৪১ জনকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৮৬০ শালে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে অর্দ্ধেকের বেশী বাছিয়া লওয়া হয় কিন্তু সে দিনকার পরীক্ষার ১২ ভাগের এক ভাগ বাছিয়া লইয়া আর সমুদায়কে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

যথন ১৮৬৩ শালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাস হইলেন, তখন ইংরাজেরা চমকিয়া উঠিলেন। এত অল্প বয়সে ১০ হাজার মাইল অতিক্রম, ১০ হাজার টাকা ব্যয়, সমাজিক শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের দেশে যাইয়া, তাঁহাদের ভাষায়, তাঁহাদের শাস্ত্রে, তাহাদের দেশীয়ের নিকট পরীক্ষা দিয়া যে বাঙ্গালি শতাধিক ইংরাজকে পরীক্ষায় পরাজয় করিবে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ভাবিলে আর ১৮৫৪ শালে অত উদার হইতেন না। অমনি শার শার বনিয়া গেল, উচ্চ বয়স ২২ হইতে ২১ হইল, সংস্কৃতের নম্বর কমিয়া গেল ও বাবু মন মোহন বহিস্কৃত হইলেন। ক্রমে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল, ক্রমে ইংরাজেরা ১৮৬৩ শালের কথা ভুলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মর্ম্মভেদী ক্ষত শুখাইতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালির কি কুগ্রহ? আর বৎসর একেবারে ৪ জন পাস হইলেন। রমেশ বাবু যদিও তৃতীয় হন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে তাঁহাকেই সর্ব্ব প্রথম বলা কর্ত্তব্য! যিনি মার্কে সর্ব্ব প্রথম হন তিনি ৯টী বিষয়, রমেশ বাবু মোটে ৫টী বিষয় লয়েন। ইহা অপেক্ষা আর মর্ম্মান্তিক আঘাত আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৭ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত হইয়াছে, আর কোন কারণেই না হউক শুদ্ধ এই নিমিত্ত এ দেশীয়দের পক্ষে ক্রমে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার বদ্ধ হইতেছে। এখান হইতে এক জন এতদ্দেশীয়, ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে গেলেন, আর গ্রেট ব্রিটেন হইতে পাচ শত জন উপস্থিত হইলেন, যদি উভয় জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, সুবিধা ঠিক সমান হয়, আর যদি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মোটে চল্লিশ জনকে বাছিয়া লওয়া হয়, তবে এতদ্দেশীয় ছাত্রটীর কৃত কার্য্য হওয়া অপেক্ষা অকৃতকার্য্য হওয়ার ৪৬০ গুণ সম্ভব। কিন্তু যদি উভয় জাতির সুবিধা অসুবিধা ধরা যায়, তবে বাঙ্গালির আদবে পাস হওয়াই এক প্রকার অসম্ভব। ইহা স্বত্ত্বেও এবারে আবার আনন্দ রাম বড়ুয়া পাস হইয়াছেন। এই আমাদের আর একটী দুর্ভাগ্য।

যথন রমেশ বাবু প্রভৃতি ৪ জনে পাস হইলেন, তখন ডিউক সাহেব অর্থাৎ আমাদের মহারানীর ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী তাড়াতাড়ি ষ্টেট স্কলারসিপ উঠাইয়া দিলেন। যদি রমেশ বাবু প্রভৃতি পাস না হইতেন তবে ত আর এই বৃত্তি গুলি উঠিয়া যাইত না? কিন্তু ষ্টেট স্কলারসিপ উঠানতে গবর্ণমেণ্টের মনস্কামনা সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবে না, ইহা ভাবিয়া একেবারে ইংরাজি আর মোটে না শিখিতে পারে তাহারি সংকল্প করিতেছেন। উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত আর গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিবেন না, কেন করিবেন না তাহার উত্তর সকল সময় ঠিক পাওয়া যায় না। কখন কৃষক দিগের প্রতি দয়ার স্রোত চলিতে থাকে, কখন গবর্ণমেণ্ট স্বীয় দারিদ্রাতার পরিচয় দেন, আবার কখন একথাও বলেন যে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়, চাই দিলেও পারেন, না দিলেও পারেন, এ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন এখন দিবেন না। আমাদের এখন গোটা দুই জানিতে বাঁকি আছে, এই যে গবর্ণমেণ্ট আর অনুগ্রহ বিতরণ করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন, রাজস্বের টাকা গুলি আমাদের না ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থাকে। আর একটী জানিতে হইবে এই যে, ভারতবর্ষীয়দের উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষার বিরোধী শুদ্ধ লডমেও ও ডিউক সাহেব না ইংলণ্ড বাসী সকলে

সংবাদ!

—বরিসাল বার্ত্তাবহ বলেন, সম্প্রতি এ প্রদেশে একটী আশ্চর্য্য জনরব উঠিয়াছে. প্রতি গ্রাম হইতে গ্রাম্য লোকেরা ভিক্ষাহরণ পূর্ব্বক এক দিন বন ভোজন করিবে, উহা যে ব্যক্তি না করিবে তাহার বাটীতে অলক্ষিত ভাবে দৈব কর্ত্তৃক এক মুষ্টি কলাই বুনন হইবে॥ সেই কলাইর গাছ হইলেই ঐ বাটির লোক সকল মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে॥ এই জনরব কত দূর সত্য ঈশ্বর জানেন, কিন্তু প্রায় প্রতিদিবসই দেখিতে পাই, অনেক লোকে ঐ জনরব প্রতিপালনার্থে ভিক্ষা করিয়া থাকে॥ এ দেশে মধ্যে২ এরূপ অনেক হুজুক উঠিয়া থাকে, ৪॥ ৫ বৎসর হইল স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক একটি স্ত্রীলোককে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার হাতে ভাত খাইত, অদ্যাপিও ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য চলিতেছে॥ আবার কেহ মামী বলিয়া ডাকিয়া তাহার হাতেও আহার করিয়া থাকে॥

—হিন্দু পেট্রিয়টে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, হুগলীর অন্তর্গত আগ্না গ্রামের জমিদার বাবু পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে একটি ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ জন দস্যু আক্রমণ করে॥ বাবুর বাটির দ্বারয়ানেরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত লড়া লড়ি করিয়া অবশেষে পলায়ন করে। বিস্তর ধন সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গিয়াছে ও স্ত্রীলোক দিগের উপর ভারি অত্যাচার করে। পুলিশের সম্মুখে এই কাণ্ড হয় কিন্তু যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে ইহারা নিদ্রা যাইতে ছিল॥

—আমাদের লেপটেনান্ট গবর্ণর বাহাদুর শ্রীহট্ট ও কাছাড় যাইবেন॥ যাওয়ার কালে ২৩ জুন ঢাকায়ও পদার্পণ করিবেন॥ ছাতকে কয়লা রাখার জন্য আমাদের কমিসনর সাহেবকে লিখিয়াছেন॥—ঢাকাপ্রকাশ

গত এপ্রিল মাসের ব্লাক্ উড্স্ ম্যাগাজীন নামক পত্রের একটী প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে, "লণ্ডন নগরে প্রতি সপ্তাহ মধ্যে অনেক গুলি দুঃস্থ লোক শুদ্ধ আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করে॥ প্রস্তাব লেখক বলেন, "পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী নগরে যে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়, ইহাতে লজ্জা বোধ করা এবং সভ্যতার অভিমান পরিহার করা উচিত॥ প্রজাবর্গ যে যাহার আপনার কাজ আপনি করিবে, গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য করিবেন না, বাণিজ্য-প্রণালী স্বাধীন থাকিবে, সমাজের এক সম্প্রদায়ের পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ অন্য সম্প্রদায়ের হিতার্থ ব্যয়িত হইবে না ঐ সকল মতবাদ প্রবল হইয়া অবধি এবম্প্রকার দুর্ঘটনার সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত হইতেছে॥ বাস্তবিক ঐ সকল মতবাদ সুযুক্তিসঙ্গত নহে॥ একটি সমাজ একটী জীবদেহ স্বরূপ—ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের পরস্পর বিশেষ সংযোগ আছে—একের ক্ষতিতে অপরের ক্ষতি হয়, এরূপ বুঝিয়া রাজ্যশাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত না হইলে সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন হইতে পারে না॥ আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তিসম্পন্ন নরজাতির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যভাব নিতান্ত অপ্রাকৃতিক এবং অনিষ্টকর। ৩২—অব্দ হইতে ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট সভায় মধ্যবিধ শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অর্থশাস্ত্রব্যবসায়ী দিগের উল্লিখিত অবিশুদ্ধ মতবাদ সমস্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি তন্নিম্নবর্ত্তি শ্রেণীর রাজ্য শাসন শক্তি প্রসারিত হইয়াছে। অতএব অনুমান হয়, অর্থশাস্ত্রের দুই একটী সূত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া অচিরাৎ রাজ্য শাসন রীতিরও কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব সংঘটিত হইতে পারে।" এডুকেশন

—এক দল ইংরাজ আমোদার্থে গ্রীস দেশে গমন করেন। ইহারা গ্রীক ব্রাইগাণ্ড (ডাকইত) কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ইহাদের কয়েক জন ধৃত হন॥ ধৃতব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া দিবার মূল্য স্বরূপ ইহারা তিন লক্ষ টাকা চায়॥ উক্ত টাকা ইংলণ্ডে সংগৃহীত হয় এবং গ্রীক গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয় কিন্তু গ্রীক গবর্ণমেণ্ট উক্ত টাকা ডাইকতদিগকে না দিয়া একদল সৈন্য ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন॥ শুনা যাইতেছে, যে সকল ইংরেজ বন্দীকৃত হন, ব্রাইগাণ্ডরা তাহাদিগকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে।

—ভারজিনিয়ার অন্তর্গত রিচমণ্ড নগরে একটী গুরুতর দুর্ঘনা হইয়া গিয়াছে। একটী আমোদ জনক মকর্দ্দমা শুনিতে অনেক লোক উপস্থিত থাকে। কাছারী দ্বিতল গৃহে হয়। হঠাৎ মাজিয়া ভাঙ্গিয়া সমুদয় লোক ভূপতিত হয়। বিস্তর লোক হত ও প্রায় দুই শত লোক আহত হইয়াছে। উক্ত স্থানের গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরাও এই দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছেলেন কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহারা কোন রূপ আঘাত পান নাই।

—এলাহাবাদে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ আফিংখোরের বৃদ্ধি কিছু বেশী রকম হইয়াছে।

—বেঙ্গালী বলেন, ক্লোরাফর্ম্মের আবিষ্কারক এডিনবরা বাসী প্রোফেসর সার জেমস সিমসন পরলোক গমন করিয়াছেন।

—বঙ্গ মহিলা বলেন বিখ্যাত নূতন খ্রীষ্টিয়ানী গণেশ সুন্দরীর জ্বর হওয়ায় পাদরী ভন সাহেব তাঁহাকে ফিবর হাস্পীটালে পাঠাইয়া দিয়াছেন॥ এ ভদ্র বালার এখন কত দুরবস্থা হবে? এক জন ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করান ভন সাহেবের উচিত ছিল॥

—হিন্দু রঞ্জিকার একব্যক্তি লিখিয়াছেন, "জে, পি, ওয়াইজ এবং রাই মোহন বাবুর মধ্যে রাম নগরের চরে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, সেই মোকর্দ্দমায় শেসন আদালতের সুবিচারে ওয়াইজ সাহেবের পক্ষীয় কয়েক জন আসামীর পাঁচ এবং সাত বৎসর করিয়া কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে॥ আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি, এ, কেলী সাহেব অত্রত্য, ঘোরতর অত্যাচারী জনৈক, কুঠিয়াল সাহেবের যে, ৯ মাস কারাদণ্ডের আদেশ করেন, আপীল আদালতের সুবিচারেও সেই দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর আছে॥ কুঠিয়াল সাহেব এই বার বিলক্ষণ রূপেই শিক্ষা পাইয়াছেন॥"

—আমেরিকার প্রসিদ্ধ মহিলা মেরী ওয়াকার সম্প্রতি সেলীবীলেতে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমত সময় একটি ধুর্ত্ত বালক তাহার ব্রাউজার বস্ত্রে কতক গুলি সুচ বিন্ধাইয়া দেয়॥ ইহাতে শ্রোতা দিগের মধ্যে এরূপ বাহাম দাঙ্গা বাধিয়া যায় যে এক জন মানুষ খুন ও আর এক জন গুরুতর আহত হইয়াছে॥

—ডেলীনিউসে বারাসাত হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, এক জন ইনকম ট্যাক্স আসেসর কয়েক জন দরিদ্র লোকের উপর কর ধার্য্য করেন, কিন্তু দৈন্যতা বশতঃ ইহারা তাহা দিতে পারে না॥ আসেসর সব ডিবিসনাল মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদিগকে সোপর্দ্দ করেন এবং মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার বিক্রয় করিয়া উহা আদায় করিতে হুকুম দেন॥ এই রূপ বিক্রয় দ্বারাও আবশ্যকীয় টাকা না উঠায় সাবডিবিসনাল অফিসার এ বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট কলেক্টরের গোচর করান॥ হঠাৎ বিভাগীয় কমিসনার এই কথা শুনিতে পাইয়া আদেশ করিয়াছেন যে ঐ সকল ব্যক্তি দিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ও যে জরিমানা আদায় হইয়াছে তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পিত হয়॥

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাবু আনন্দ মোহন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন॥

—নোয়াখালীর ভূত পূর্ব্ব মেডিকাল আফিসার যিনি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জগদীশ বাবুর উপর আক্রমণ করিয়া আপনাকে খ্যাতাপন্ন করেন, ও তন্নিমিত্ত কর্ম্মচ্যুত হন, সম্প্রতি তিনি ইনসলবেণ্ট লইয়াছেন॥ ইহার দেনা প্রায় সাড়ে বার শত টাকা॥ এই দেনার জন্য ইলসলবেণ্ট কোর্টের সাহায্য লইয়াছেন॥

—জয় পুরের মহা রাজা অনেক দিন হইতে চক্ষুঃপীড়া নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছেন॥ সম্প্রতি হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার সালজার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছেন ও কিছু আরাম বোধ করিয়াছেন॥ বাবু রাজেন্দ্র দত্ত ও মহারাজাকে চিকিৎসার্থ জয়পুর গমন করিয়াছেন॥ জয়পুর রাজ্য মধ্যে একটি হোমিওপ্যাথি ডস্পেন্সারি হওয়ার কথা হইতেছে॥

—লাহোর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন শুনিতেছি যে বিগত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর গ্রীষ্ম অল্প কিন্তু প্রাতঃকালেই যেরূপ উত্তাপ তাহাতে আমাদিগের দেশ ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল বোধ হয়॥ আর বৎসর এমন সময় অনেক লোক লু লাগিয়া মারা পড়িয়াছে॥ এবৎসর বড় শুনা যায় না। উলাউটা দেখা দিয়াছে। পরশু রাত্রিতে দুই এক বিন্দু জল পড়িয়াছে॥

—সাম প্রকাশ বলেন, জে এচ, মরিচ সাহেব মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর হইয়াছেন॥ জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব এই পদ প্রাপ্ত হইলেন না॥ আমরা বিশ্বস্ত লোকের নিকটে শুনিলায় ১৮৭১ অব্দের এপ্রেল মাসে সর উইলিয়ন গ্রে সাহেব নিশ্চয় পদত্যাগ করিবেন এবং সর রিচাড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইবেন॥ লাড আর্গাইল জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবকে এই পদ দিবার অভিলাষ করেন, কিন্তু লাড মেয় সর রিচাড টেম্পলের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন॥ সর রিচাড টেম্পল লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইলে বঙ্গ দেশের কল্যাণের আর সীমা থাকিবে না॥

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "কয়েক দিবস হইল বিক্রম পুরস্থ বানারি গ্রামে দিবাভাগে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, আমেদ মিয়া ও গফুর মিয়া নামক ২ জন ভদ্র লোক বন্দুক এবং অধীনস্থ কতিপয় লোক সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্র শীকার করিতে যান॥ সঙ্গীয় এক ব্যক্তি লাঠী হস্তে করিয়া ব্যাঘ্র খুজিতে ছিল, ইত্যবসরে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকে দন্ত বিদ্ধ করে, তদ্দৃষ্টে তাহার ভ্রাতা সাহস পুর্ব্বক উহাকে ছাড়াইয়া লয়, গফুর মিয়াও ব্যাঘ্রকে এক গুলি করেন, সেই গুলি ব্যাঘ্রের উদরে প্রবিষ্ট হওয়াতে ব্যাঘ্র মহা ক্রোধে গফুর মিয়াকে আক্রমণ করে, মিয়া কিছু বলবান, সুতরাং ব্যাঘ্র মস্তকে আঘাত করিতে না পারিয়া আনুসঙ্গিক স্থান চর্ব্বণ করে, আমেদ মিয়া এই বিপদ দেখিয়া গুলি করা মাত্রই ব্যাঘ্র ভূপতিত হয়॥ গফুর মিয়া ও তাহার ভৃত্য ক্ষত বিক্ষত ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঢাকার হস্পিটালে আনিত হইয়াছিলেন॥ গফুর মিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন॥ দ্বিতীয় ব্যক্তিরও জীবন সংশয়॥"

বিবিধ।

(১)

মেও এলো বাঙ্গালায়,
ইংরাজি ভাষা উঠে যায়,
লড মেওর বড় দয়া,
ফ্রেণ্ড আর ইণ্ডিয়ার মাসতোত ভায়,
লড মেও দয়ার রাশি,
বরের পিশী, কন্যার মাসী।

(২)

ইংরাজি ভাষা উঠবে শুনে,
নাচে গাধা বালক গণে,
রাত জেগে আর পারে না,
মাষ্টারের মার আর সহে না,
ক্ষেত্র তত্ত্ব জলে ফেলে,
নাচে মনের কুত হলে।

(৩)

কলম ফেলি, সিপ হাতে,
স্লেট থুয়ে, বড়শী গাঁথে,
অংক কশা বড় বোঝা,
ঘাস কাটা ঢের সোজা,
"লিখবো পড়বো মরিবো দুঃখে,
মাছ ধরিব খাইব সুখ।"

(৪)

কৃষক গণ, ক্ষুণ্ন মন করে ছট ফট,
মুক্তার উকিল, বাদী জুটল ধরিল নঙ্গলের মুই,

কুল থুয়ে, বলদ লয়ে, কথা বার্ত্তা কয়,
থুয়ে, পাচনি লয়ে, দূর থাথা থায়।
খোন্তায়, দোয়াতি নাদায় ঝগড়া বেধে গেল,
নিড়েন পাসনি, কাস্তে পাচনি, দাবি করে এল।

(৫)

ভদ্র লোক সাজিল,
ছাতি ফেলি টোকা নিল,
মার মার করি ধায়,
বাধা ঘোড়া দিয়া পায়,
সঙ্গে সৈন্য বলদ দুটী,
হাতে এক পাচনী লাঠি,

(৬)

সেনাপতি চলিলেন,
দুস্তে নাঙ্গল জুড়িলেন,
মই রথে চড়ি রঙ্গে,
ঘোর যুদ্ধ মাটীর সঙ্গে,
বাণ বৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে,
বীজ বুনে পাকে পাকে॥

(৭)

গুরু মহাশয়ের হলো আশা,
চাঁদের দিন বুধের দশা,
আবার কিও, কেরো ফলা,
কুকুর ন্যাজাট এলো,
আবার গ্রাম জেঁকে উঠ্‌লো,
দুই হকে দুই এলো।

(৮)

গবর্ণমেণ্টের ঘুচলো ভাবনা,
সিবিল সর্ব্বিশে আর পাস হবে না,
বাঙ্গালিরা আর লড়িবে না,
জুতা পায় দিয়া ঘরে যাবে না,
লড মেওকে আশীর্ব্বাদ,
বেচে থাকো সোণার চাঁদ।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

আবদুল হামিদ—আপনি যে বিষয় লিখিয়াছেন ঐ সম্বন্ধে এক খানি পত্র গত সংখ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সুতরাং আমরা দুঃখিত হইলাম আপনার পত্র খান মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। পুনঃপুন এক বিষয় প্রকাশ করিলে উহা বিরক্ত কর হইয়া উঠে।

শ্রীপুলিনবেহারী মিত্র ত্রিলোচন পুর —লিখিয়াছেন, যশোরে কেবল এক নড়াইলে মাইনর ও ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষা না হইয়া নিজ যশোরেও পরীক্ষা স্থান করা উচিত। ইহাতে বিস্তর বালকের সুবিধা হইবে। যশোরের সমী পবর্ত্তি স্কুল সমূহের সেক্রেটারী গণের এই বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। আমরা এপ্রস্তাবের অনুমোদন করি। তিনি আরো বলেন যে তুটি তন্তুবায় যুবক কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণের অন্ন আহার করায় সকলে তাহাদিগেকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী ইহাদের কি রূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে যদি কোন হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয় তাহাকে জানাইতে পারেন তবে তিনি বাধিত হইবেন।

বি, এন মিত্র, নড়াল—লিখেন কোটাকোল স্কুলের বর্ত্তমান হেড মাষ্টারের উপর গ্রাম বাসী গণ অত্যন্ত বিরক্ত। এই নিমিত্ত স্কুলটির অবনতি হইতেছে; স্কুলের সেক্রেটরী যাহাতে আর এক জন হেড মাষ্টার আনেন তন্নিমিত্ত তিনি তাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন॥

প্রেরিত।

মালদহের আবকারী।

মহাশয় মালদহের আবকারী ডিপটমেণ্টের আজি কালি বেশ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে॥ মালদহে গৌর গৌরিরা ও শিবগঞ্জ এই তিন ডিবিজনে প্রায় ৯২০০০ সহস্র টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে ক্রমেই যে আরো বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সম্ভব॥ ইহা দেখিয়া আপনার পাঠকবর্গ মালদহের অবনতি কল্পনা করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইতে পারেন বটে কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে এজেলার ভদ্রলোক প্রায়ই সরাবাদি নেশা পানকরে না চাসা ও অপর সাধারণের মধ্যে এবিষয়ে যদিও বহুল প্রচার তথাপি ক্রমে মাদক দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্ব্ব সাধারণের তাহা সতত ব্যবহার করিবার সাধ্য নাই। আফিঙ্গের মুল্য সম্প্রতি ২২ টাকা আছে প্রতি সের আরো কিছু অধিক মূল্যে বিক্রীত হইলে মঙ্গলের সম্ভবনা। বর্ত্তমান বর্ষে সরাবের দর বৃদ্ধি হওয়ায় তিন ডিষ্টিলারীতেই সরাব কম কাটিতেছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মাসুলের ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছে না॥

গত ১৮৬৩ সাল অবধি ডিষ্টিলারিতে সরাব প্রস্তুত হওয়া ও তদবধি অনেক চোরা ভাটী ধৃত করাতে মপস্বলে বেআইনি সরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়ের প্রায় সংবাদ পাওয়া যায় না॥ তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সরাব বিক্রয়ের আধিক্য হইয়াছে॥ এই উন্নতি সম্বন্ধে আমাদিগের সুযোগ্য আবকারী দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু কালী সুন্দর ঘটক প্রশংসার পাত্র। ইনি প্রায় ২৫ বৎসরাবধি এই পদে নিযুক্ত হইয়া নির্দ্দোষীরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন॥ আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি তাহার ন্যায় পুরাতন ও যোগ্য কর্ম্ম চারী মালদহে অতি অল্পই আছেন।

শ্রীগঙ্গা চরণ দত্ত
ডিবিজন শিব গঞ্জ॥

আসাম।

মহাশয়।

বহু দিন অতীত হইল মপস্বলের আদালত সকলে উকীল দিগের বসিবার নিমিত্ত চেয়ার দিবার অনুমতি হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা আমরা তত দূর পরিজ্ঞাত নহি; কিন্তু আমাদের এই প্রদেশের জুডিশিয়েল কমিসনর সাহেবের এজলাসেই নিয়ম মত চেয়ার রাখা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রায় জেলায় ও মহকুমায় বিচারকের দুই দিগে দুই খানি অথবা এক খানি স্কুলের ছেলেদের বসিবার মত দীর্ঘ বেঞ্চ পাতা আছে। এই গ্রীষ্মকালে তাহাতে ৩।৪ জন একত্র বসিলে প্রাণান্ত হইতে হয়। ইহা যে কেবল গ্রীষ্ম প্রযুক্তই কষ্টকর এমত নহে, ইহা দ্বারা এক জনের সাংক্রামক পীড়া অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার ও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই বেঞ্চের পশ্চাতে কি পার্শ্বে কোন রূপ অবলম্বন নাই, ইহাতে প্রত্যেক জনের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে না পরিলে হয়ত সকলের এক যোগে পড়িয়া যাইবার ও আশঙ্কা। এইত আধার; আবার ইহার স্থাপন আরো সুশ্রী। মনে করুন এক জন বিচারক কাছারী ঘরের মেঝ্যার উপর দুই ফিট উচ্চ তক্তা পাতিয়া তদুপরে ৩ ফিট উচ্চ টেবল সম্মুখে রাখিয়া চেয়ারের উপর বসিয়াছেন। তক্তা খানি তাঁহার চেয়ার আর টেবল রাখিতেই আর স্থান শূন্য হইয়াছে। এমতাবস্থায় উকীলদের বেঞ্চও মেঝ্যার উপর রাখা হইল। উকীল তদুপরে বসিয়া আছেন' এদিকে সাক্ষীর জবানবন্দি সুরু হইল। মেজ, চৌকীও বিচারকের ব্যবধানে উকীল সাক্ষীকে দেখেন না—সাক্ষীর বড় গলা না হইলে শুনাও কঠিন। তিনি এক এক বার উঠেন, আর ডিঙ্গি মারিয়া দেখেন (কারণ নর্টন ও বেষ্ট প্রভৃতি প্রধান সাক্ষ্য ব্যবস্থা রচয়িতা গণ বলিয়াছেন, জবান বন্দির ন্যায় সাক্ষীর অঙ্গ ভঙ্গী ও দেখা আবশ্যক) ইহার পর বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ কিন্তু দাঁড়াইলে তক্তের উপর মেজ আর তাহার চক্ষু সমান্তরাল হইল॥ দৃষ্টিও আবার সোজা চলে॥ সুতরাং তিনি বিচারকের মুখ দেখিতে পাইলেন না॥ উদ্দেশে যাহা বলিবার বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন॥ এক্ষণে আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি রথ্যা ঘাটও রেইলরোড প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই প্রদেশ ন্যূন থাকা প্রযুক্তই কি সকল বিষয়ে আমাদের অভাব দূর হয় না?

আর একটি অভাব॥ এই প্রদেশের ছয়টি জেলার মধ্যে, প্রায় প্রত্যেক জেলায় গড়ে ৬॥৭ জন প্রথম শ্রেণীর উকীল আছেন॥ উকীলদের ব্যবসা স্বাধীন সুতরাং ইহারা হেড কোয়াটর ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন॥ কিন্তু জেলার ন্যায় মহকুমার বিচারক সকলেরও আপীল শুনিবার ক্ষমতা আছে॥ সুতরাং বিচারকে উকীল ব্যতিরেকেই বা কদাচিত এক পক্ষের উকীলের উক্তি শ্রবণ করিয়াই বিচার করিতে হয় যদিও কোন২ মহকুমায়, উপরোক্ত শ্রেণীর নিরস গোচের দুই এক জন উকীল যাইয়া এই অভাব দূর হইবার সম্ভাবনা বটে; কিন্তু নীল নদীর ন্যায় যে সকল মোকদ্দমা বহু শাখ, তাহাতে এই অভাব মোচনের কোন উপায়ই নাই॥ অল্প দিন হইল এখানকার হাইস্কুলে এক জন ল লেকচেরার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাহাতে এই অভাব শীঘ্র মোচনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না॥ অথবা দুই এক জন শীঘ্র পরীক্ষা দিলেও তাঁহারাই বা কেন মহকুমায় যাইতে অভীলাষী হইবেন? গত বর্ষে প্রচারিত উকীলী পরীক্ষা বিষয়ক নিয়ম প্রণালীতে পুরাতন দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল দিগের ৬ মাস মধ্যে প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশে তাঁহারাও কেহ পরীক্ষা প্রদানে সাহসীক হইলেন না॥ অতএব হাকিমী পদ না হউক যাহারা বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছে তাহারা অন্ততঃ দুই বৎসর যাবত এই পরীক্ষা দিবার আজ্ঞা পাইলে এই অভাব দূর হইতে পারে। শুনিলাম আমাদের জুডিশিয়েল কামসানর ইহার আশু প্রতিকার জন্য অন্ততঃ আরো দুই বৎসরের নিমিত্ত রঙ্গপুর জেলার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার এই শ্রেণীর পরীক্ষা দিবার অনুমোদন প্রাপনার্থে রিপোর্ট করিয়াছিলেন কিন্তু অনেক দিন হইল আমরা কোন প্রত্যুত্তর দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতেছি আসামে এই অনুমতি দেওয়ার পক্ষে হাইকোর্ট কখনো কুণ্ঠিত হইবেন না ও হাই নামের কলঙ্ক নিবেন না॥

আসাম কামরূপ
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ } এক জন আসামীয়।

সম্পাদক মহাশয়।

নিম্ন লিখিত প্রহেলিকাটির অর্থ আপনার পাঠক বর্গের মধ্যে কেহ সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব।

" বিধু কোলে করি, বামন ফিরয়ে,
দেখয়ে জনম আন্ধে।
বোবায় বলিছে, বধিরে শুনিছে,
বন্ধ্যার তনয় কান্দে॥
পাদ্য অর্ঘ্য নিয়া, পথে দাঁড়াইয়া।
আছয়ে পিতার পিতা।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া, গেল পালাইয়া,
শুনিঞা ভবিষ্য কথা॥
কহ বিদ্যাপতি, পিতা না জন্মিতে,
পুত্রের প্রতাপ এত।
না জানি ইহার, পিতা জনমিলে,
প্রতাপ বাড়িত কত॥"

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ বাং } শ্রীজগবন্ধু ভদ্র
শ্রীরাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শিক্ষক যশোর স্কুল।

মহাশয়।

আপনার ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের ১৪ সংখ্যক পত্রিকায় "বিদ্যানুরাগী কতিপয় গ্রাম বাসী ভদ্র ব্যক্তি" এই আখ্যাধারী গুয়াতলীর সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিরুদ্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠান্তে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনা হইলাম। মহাশয় ও মহাশয়ের পত্রিকা পাঠক বর্গের মনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পাঠনার প্রতি যে ভ্রম উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহা ছেদন করিবার মানসে নিম্নে কএক যুক্তি প্রকটন করিয়া মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলাম।

মহাশয়। গ্রামীয় ভদ্র বিদ্যোৎসাহী মহাত্মারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিবেন ইহা কোন মতে সম্ভবনীয় নহে, কএক জন বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিদ্যালয় দ্বয়ের প্রতি যত্নবান দেখা যায় না। এমন কি বিদ্যা যে কি পদার্থ তাহাও তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন। সন্তান সন্ততি দিগকে দুই চারি আনা বেতন দিয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও অসৎ ব্যয় মনে করেন। এমত স্থলে পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা কত দূর সঙ্গত যে তাঁহাদের কর্ত্তৃক কোন বিদ্যানুরাগীর বিপরিতে লেখনী চালনা করার যোগ্য হয়? ইটী অত্র গ্রাম বাসী ভদ্র ব্যক্তি দিগের দ্বারা কখন সংঘটন হয় নাই, গ্রামান্তর হইতে এই কার্য্যটী হইয়াছে। প্রায় ৬ বৎসর কাল বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক মহাত্মা ইহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই কাল মধ্যে চারিটী ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র গণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের প্রেরিত ছাত্র গণ মধ্যে কেহ কখন উত্তীর্ণ না হওয়া দেখা যায় নাই। ইহার সত্যাসত্য বিদ্যোৎসাহী মহাত্মারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারেন, তবে প্রতি বৎসর বৃত্তি পায় না বলিয়া শিক্ষক দায়ী নহেন এবং তজ্জন্য তাঁহার শিক্ষকতার প্রতি দোষারোপ করা যায় না। ছাত্র দিগের অদৃষ্ট ও গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির অভাবে প্রাপ্ত হয় না, যদি উক্ত কাল মধ্যে একটী ছাত্রও বৃত্তি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে শিক্ষক মহাশয়ের অধ্যাপনার প্রতি সন্দেহ হইত, এমত স্থলে অনর্থক এক ব্যক্তির প্রতি অযোগ্যতার পরিচয় প্রকাশ করা বিদ্যানুরাগী মহাশয় দিগের উচিত কার্য্য হয় নাই; তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ইহাও দেখা উচিত ছিল, যে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্তের ভার স্থানীয় সম্পাদকের উপর ন্যস্থ আছে কি না? যখন ইহার কার্য্যের ভার স্কুল ইনস্পেক্টর মহোদয়ের উপর ন্যস্থ রহিয়াছে এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তখন শিক্ষক মহাশয়ের কার্য্যে অপারকতা দেখিলে অবশ্যই পরিবর্ত্তন করিতেন। শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষকতার পরিচয় পরিদর্শক পুস্তকে বিশেষ রূপ আছে। ইহাঁর শিক্ষা প্রণালির পটুতা দৃষ্টে আমরাও যার পর নাই সন্তুষ্ট আছি। উপসংহার কালে আর একটি বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয়, কাঁদবিলা নিবাসী মুহুরি মহাশয় দিগের দৌহিত্র এবং সেই মাতুলাশ্রমে ইহাঁর বাসাবাটী, তথায় দুইটী দল হইয়াছে, একটী প্রাচীন দিগের মধ্যে অন্যটী যুবক দিগের মধ্যে। শিক্ষক মহাশয় প্রাচীন দলে যোগ দিয়া চলিতেছেন। এই কারণ বশতঃ যুবক দল শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি আক্রোশে ভবদীয় পত্রের পার্শ্বে উক্ত মহাশয়ের নামে দোষারোপ করিয়াছেন।

গুয়াতলী তাং ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ সাল } বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী ও মেম্বর বর্গ

বিজ্ঞাপন!

কর্ম্মখালী।

জেলা যশোরের অন্তর্গত থানা মাহাম্মুদপুরের এলাকাধীন নহাটিয়া ও দিঘা মিডল ক্লাশ স্কুল দ্বয়ের নিমিত্ত দুই জন হেড মাষ্টারের প্রয়োজন। মাগুরা বিভাগের ডেঃ ইনস্পেক্টর বাবু প্যারি মোহন সেনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দেবীপুর সাহায্যকৃত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য॥ বেতন ২৫ টাকা। ৩০ টাকা হইবার সম্ভব। যাহারা এল এ পাস না করিয়াছেন তাহাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই॥ শিক্ষকতায় যাহার অভিজ্ঞতা আছে, তাহার আবেদন আদরণীয়॥ চণ্ডীলাল সিংহ, দেবীপুর বৈছা, এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে॥

হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদ স্কুলের নিমিত্ত এক জন দ্বিতীয় শিক্ষকের আবশ্যক॥ যিনি এল এ পাস ও কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছেন তাহার আবদনই গ্রাহ্য বেতন ৩৫॥ বাবু যাদব চন্দ্র ঘোষের নিটক আবেদন করিতে হইবে॥

A MANUAL OF THE HISTROY OF ENGLAND.

Compiled from Collier's "British Empire", "Student's Hume", and Keightley's "History of England" with Notes and Appendices. Price 12 As. To be had at Majumdar's Depository, No 11, College Square and the School Bok Society's Depository.

বিজ্ঞাপন।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥

উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন

অমৃত বাজার } শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
নেটিবডাক্তার

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটি, পটটোলা, পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতায় সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বা নার্জ্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ।।০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ২৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততাধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃতবাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বি, ল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগন অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক অনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহন করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যাম্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	৹	৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যাম্মাসিক	৪৸০	১।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।